Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities
Vol. 3, No. 3, January – February 2026

গ্রামীণ গণতন্ত্রের ভিত্তি : বর্ধমান জেলার বর্তমান পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও সাধারণ জনজীবনে তার ভূমিকা

মিঠু মাঝি, গবেষক, ইতিহাস বিভাগ,সিকম্ স্কিলস্ ইউনিভার্সিটি

(তত্ত্বাবধায়ক, ড.বিশ্বরূপ গোস্বামী, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,সিকম্ স্কিলস্ ইউনিভার্সিটি)

গ্রামীণ সমাজজীবন ও তার সামগ্রিক প্রেক্ষিতকে কেন্দ্র করে ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকৃত ভিত্তি গড়ে উঠেছে। স্বাধীনতার পর ভারতের সংবিধান প্রণেতারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, যদি গ্রামগুলি স্বনির্ভর ও স্বশাসিত না হয়, তবে গণতন্ত্র কখনও মহীরুহ হয়ে উঠতে পারে না। গনতন্ত্র শক্তিশালী হয়ে উঠতে বিভিন্ন দিক থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী স্পষ্টভাবে বলেছিলেন— "ভারতের আত্মা গ্রামেই বাস করে।"১

এই চিন্তাধারার বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, প্রশাসনে অংশগ্রহণ এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বলাবাহুল্য, "গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, ভারতের গ্রামীণ উন্নয়ন ছাড়া ভারতের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। আজ, আমাদের সমাজ এবং দেশে তার উদ্বেগ লক্ষণীয়ভাবে দৃশ্যমান। ঘনবসতিপূর্ণ অববাহিকার গ্রামগুলি সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত স্থানে পরিণত হয়েছে। জাতিগত যুদ্ধ খুবই সাধারণ এবং এই গ্রামগুলিতে মৌলিক শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একেবারেই অনুপস্থিত। কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে যার ফলে লোকেরা শহর ও শহরে চলে যায় কারণ স্থানীয়ভাবে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা কঠিন। আমি আশা করি আগামী বছরগুলি এই দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা পরিবর্তন করবে।" ২

ভারতে আধুনিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয় ৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুযায়ী, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে। এই

ঐতিহাসিক সংশোধনীর ফলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং গ্রামীণ স্থানীয় স্বশাসন একটি সুস্পষ্ট আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রস্তুত হয়। এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো পঞ্চায়েতকে কেবল প্রশাসনিক সংস্থা নয়, বরং সংবিধান স্বীকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়।

ভারতীয় সংবিধানের '২৪৩ অনুচ্ছেদ' থেকে '২৪৩-ও' অনুচ্ছেদ পর্যন্ত পঞ্চায়েত ব্যবস্থার গঠন, নির্বাচন পদ্ধতি, ক্ষমতা ও বিভিন্ন দায়দায়িত্ব বিস্তারিতভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সংশোধনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ঘটানো এবং সাধারণ মানুষকে সরাসরি শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামীণ জনগণের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চাকে বাস্তব রূপ দিয়েছে। ৭৩তম সাংবিধানিক সংশোধনী আইনে সংবিধানে পুরো বিষয়টি প্রযুক্ত হয়েছে; এটি গ্রাম সভার পরিকাঠামো গঠন, পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের (গ্রাম, মধ্যবর্তী ও জেলা) প্রতিষ্ঠা, আসন সংরক্ষণ (নারী ও SC/STদের জন্য),

পঞ্চায়েতের ক্ষমতা ও দায়িত্ব, নির্বাচন প্রক্রিয়া, এবং আর্থিক বিষয় নিয়ন্ত্রণকারী ধারাগুলি এখানে নির্দিষ্ট হয়েছে, যা গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের মূল ভিত্তি প্রস্তর হয়ে উঠেছে।

(1) "The superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all elections to the Panchayats shall be vested in a State Election Commission consisting of a State Election Commissioner to be appointed by the Governor."৩

(Article 243K — Elections to the Panchayats,Constitution of India)

(2) "Subject to the provisions of any law made by the Legislature of a State, the conditions of service and tenure of office of the State Election Commissioner shall be such as the Governor may by rule determine:

Provided that the State Election Commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like grounds as a Judge of a High Court and the conditions of service of the State Election Commissioner shall not be varied to his disadvantage after his appointment." ৪

(Article 243K — Elections to the Panchayats,Constitution of India)

প্রসঙ্গত বলতে হয়, সংবিধান অনুযায়ী বর্ধমান জেলায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা একটি ত্রিস্তরীয় কাঠামোতে পরিচালিত হয়। এই কাঠামোর তিনটি স্তর হলো— গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ। যা সমস্ত রাজ্য তথা সমগ্র দেশের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সঙ্গে ব্যতিক্রম কিছু নয়। এই ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রশাসন ধাপে ধাপে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে পৌঁছে যায়। ফলে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়।

গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম স্তরে উন্নয়ন ও পরিষেবা প্রদানের দায়িত্ব পালন করে, পঞ্চায়েত সমিতি ব্লক স্তরে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এবং জেলা পরিষদ জেলা স্তরে সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণের কাজ করে। এই কাঠামো বর্ধমান জেলার গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর ও সংগঠিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

উল্লেখ্য,গ্রাম পঞ্চায়েত হলো পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তর এবং সাধারণ মানুষের নিকটতম প্রশাসনিক সংস্থা। এটি গ্রামীণ সমাজের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধান ও উন্নয়নের প্রথম ধাপ হিসেবে কাজ করে। গ্রামের অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, পানীয় জল সরবরাহ, নিকাশি ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য এবং প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব প্রধানত গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর অর্পিত হয়েছে। এই স্তরেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রশাসনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে উঠতে সহায়ক হয়েছে।

সাধারণ মানুষ পঞ্চায়েত পরিষেবা সম্পর্কে অবগত হয়ে সেই পরিষেবা গ্রহণ করতে এবং অন্যান্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের জন বিপ্লবের ক্ষেত্রে তাই পঞ্চায়েতের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বর্তমানে পূর্ব বর্ধমান জেলায় মোট ২১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যকর রয়েছে। এই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিই জেলার গ্রামীণ উন্নয়নের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছে এবং স্থানীয় স্তরে সরকারি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই পঞ্চায়েত পরিষেবা।

জনগণকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা শুধু নয়, রাজনৈতিকভাবে জনগণকে সচেতন করে তুলতে এই ব্যবস্থার অদ্বিতীয় নেই। সমগ্র ভারতবর্ষ এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আজ নতুন সূর্যোদয় দেখছে।

পাশাপাশি পঞ্চায়েত সমিতি হলো পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যবর্তী স্তর, যা ব্লক স্তরে সক্রিয়। এর প্রধান কাজ হলো একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং বৃহত্তর পরিসরে উন্নয়ন পরিকল্পনা ছড়িয়ে দিয়ে তা বাস্তবায়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করা। কৃষি উন্নয়ন, সেচ ব্যবস্থা, গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের প্রসার এবং বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প এই স্তরের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তথ্য অনুযায়ী পূর্ব বর্ধমান জেলায় বর্তমানে মোট ২৩টি পঞ্চায়েত সমিতি কার্যকর রয়েছে। এই পঞ্চায়েত সমিতিগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী সেতু হিসেবে সহায়তা করে। বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে এবং ব্লক স্তরে প্রশাসনিক কর্মসূচি ও উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করে ও সুসংগঠিত করে।

আবার,জেলা পরিষদ হলো পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর এবং জেলা পর্যায়ে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের প্রধান কাণ্ডারী।এর মূল দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে জেলার সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির জন্য বাজেট বন্টন এবং বৃহৎ আকারের উন্নয়ন প্রকল্পগুলির তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়নের মাধ্যমে সমগ্র জেলাকে বিভিন্ন দিক দিয়ে

এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। জেলার নির্দিষ্ট সমস্যাগুলিকে সনাক্ত করে সে ব্যাপারে সমাধানের বিভিন্ন কর্মসূচি তৈরি করা ও তা বাস্তবায়ন করা।।বর্ধমান জেলা পরিষদ গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে এবং জেলার সার্বিক উন্নয়নের দিশা নির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সেই ভূমিকা অনুযায়ী একটি জেলা যেভাবে এগিয়ে যায়, ঠিক সেভাবেই বর্ধমান জেলার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নিজেকে বিকশিত করেছে।

অবকাঠামো উন্নয়নে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ভূমিকা ঠিক কতখানি সে বিষয়ে বলতে গেলে প্রথমে বলতে হয়, বর্ধমান জেলার গ্রামীণ জনজীবনে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সবচেয়ে দৃশ্যমান ও প্রত্যক্ষ ভূমিকা বিষয় হলো অবকাঠামো উন্নয়ন। গ্রামাঞ্চলের কাঁচা রাস্তা পাকা করা, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ, পানীয় জলের নলকূপ স্থাপন এবং নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন সহ আরও শতসহস্র কাজ পঞ্চায়েতের উদ্যোগেই বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে। এই উন্নয়নের ফলে গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াত সহজ হয়েছে এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ আরও বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

একজন গ্রামবাসীর অভিজ্ঞতায় এই পরিবর্তনের প্রতিফলন দেখা যায় "পঞ্চায়েতের রাস্তা হওয়ার পর আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে যাতায়াতের সুবিধায়। যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। সহজেই গ্রাম থেকে শহরে যাতায়াত করা যায়। " ৫

এই বক্তব্য গ্রামীণ জীবনে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বাস্তব প্রভাবকে সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ়ভাবে তুলে ধরে।

কৃষি ও জীবিকা উন্নয়নে পঞ্চায়েত ঠিক কতখানি সক্রিয় সে ব্যাপারে বর্ধমান জেলাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা যেতে পারে।

বর্ধমান জেলা কৃষিপ্রধান অঞ্চল হিসেবে প্রসিদ্ধ। কৃষি নির্ভর ভারতবর্ষে এই জেলার মতো শস্যশ্যামল হতে পারাটাই স্বনির্ভরতার এক বিশিষ্ট লক্ষণ বলে মনে করা হয়। ধান, আলু সহ বিভিন্ন শস্য উৎপাদনে এই জেলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহুকাল ধরে সক্রিয়। পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, উন্নত বীজ বিতরণ এবং কৃষকদের জন্য

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়, যা কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আয় নিশ্চিত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

এই উদ্যোগগুলির ফলে ভাঙাচোরা গ্রামীণ অর্থনীতি ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর দেশ নির্ভর করতে সক্ষম হয়েছে। কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রার মান ও বৈচিত্র্য যেখানে তলানিতে পড়েছিল, সেখান থেকে উত্তরণের মাধ্যমে কৃষি নির্ভর মানুষের জীবনযাত্রা অনেকখানি আলোকিত হয়েছে ,হয়েছে সমৃদ্ধ।

সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা ঠিক কতখানি সে ব্যাপারে পর্যালোচনা করলে বর্ধমান জেলার আরো কয়েকটি বিষয় আরো স্বচ্ছ হয়ে যায়। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছাড়া গ্রামীণ জনগণের কাছে সরকারি প্রকল্প পৌঁছে দেওয়া বেশ কঠিন। বর্ধমান জেলায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান যোজনা' (MGNREGA), 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা', 'সামাজিক পেনশন', রেশন ব্যবস্থা সহ অজস্র কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের প্রকল্প সাধারণ মানুষের কাছে আলোর মতো পৌঁছে গেছে।

এই প্রকল্পগুলির ভূমিকা যুগান্তকারী বলা যায়।গ্রামীণ দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রকল্পগুলির ভূমিকা ও ইতিহাসিকভাবে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তবে বন্টনের ক্ষেত্রে কখনো কখনো অসাম্য দেখা যায়, একথা অস্বীকার করার জায়গা নেই। অনেক সময় অসহায়ের প্রাপ্য প্রকল্প সহায় এর হাতে চলে যায়, যা খুবই দুঃখজনক। তাহলেও এ প্রকল্প গুলির ব্যাপক ভূমিকা গ্রামীন ভারতবর্ষে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। বর্ধমান জেলা তার বাইরে নয়। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় স্তরে প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়ায় সুবিধাভোগীরা সহজে বিভিন্ন পরিষেবা লুফে নেয়। তারপরেও বঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া মানুষ দিনে দিনে অনেকখানি মাথা তুলে দাঁড়াতে সমর্থ্য হয়েছে এই পঞ্চায়েত পরিষেবার হাত ধরে।

নারী ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গটি এই প্রেক্ষিতে চলে

আসে৷ যা আলোচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়৷ ৭৩তম সংবিধান সংশোধনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নারী এবং তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য বহুস্তরীয় সংরক্ষণ ব্যবস্থা৷ এর ফলে বর্ধমান জেলায় বহু নারী পঞ্চায়েত প্রধান ও সদস্য হিসেবে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করছেন৷ সমাজে তাঁদের সক্রিয় ভূমিকা পৃথক এক বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছে৷এই পদক্ষেপ গ্রামীণ সমাজে নারী ক্ষমতায়ন ও সমতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সহ সমাজের পটভূমি গঠনে গৌরবময় ইতিহাস রচনা করছে৷

গণতন্ত্রের তাৎপর্য ও তার বিভিন্ন প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে সমাজের সকল স্তরের অংশগ্রহণের উপর৷ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই প্রক্রিয়ায় যত অংশগ্রহণ করবে গণতন্ত্র ততই সফল হবে৷"…that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth."৬

বলাবাহুল্য, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সেই অংশগ্রহণকে বাস্তব রূপ দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে৷ অতি সাধারণ পরিবার থেকেও গ্রামীণ রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে৷ গণতান্ত্রিক চর্চা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে৷

গ্রাম সংসদ এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা, বিভিন্ন দাবিদাওয়া, সাধারণ মানুষের অধিকার ও তার সীমানা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়েছে৷ ফলে সাধারণ মানুষ এখন নিজের সমস্যা সম্পর্কে সরাসরি সচেতন এবং তার মীমাংসা বিষয়টি ভূমিকা হওয়া উচিত সে বিষয়েও যথেষ্ট ওয়াকিবাল হয়ে উঠেছে৷ এর ফলে গণতন্ত্র কেবলমাত্র ভোট দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে গ্রামীণ জীবনের দৈনন্দিন চর্চা ও অংশগ্রহণের বিশেষ পরিসর তৈরি করেছে৷ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার এই ভূমিকা সাধারণ মানুষকে প্রশাসনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে রেখেছে এবং সাধারণ মানুষকে জড়িয়ে রাখার পাশাপাশি সমাজে স্বশাসনের চেতনা জাগিয়ে তুলেছে৷

সবমিলিয়ে পুরো বিষয়টি বর্ধমান জেলার ক্ষেত্রেও একইভাবে মান্যতা দিতে হবে৷

সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ কিছু রয়েছে, সে বিষয়ে কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়৷ যদিও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামীণ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে, তবুও তার বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে৷আর্থিক সংকট, রাজনৈতিক প্রভাব, প্রশাসনিক জটিলতা এবং দক্ষ জনবল হ্রাস প্রায়শই পঞ্চায়েতের কার্যকারিতা দুর্বল করে তোলে৷ ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জনসাধারণের নজরদারির মধ্যে পুরো পরিষেবা এবং তার ন্যায় প্রতিষ্ঠার অভিমুখ যদি যুক্ত হয় তাহলে এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা অবশ্যই সফল হবে৷ বর্তমানে সাধারণ মানুষ ইন্টারনেট পরিষেবা গ্রহণে সক্ষম হয়ে উঠেছে, ইউটিউব ব্যবহার করছে৷ গুগল সার্চ করে নিজেদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করছে, ফলে অজ্ঞতার সুযোগ নেওয়া খুবই কঠিন হয়ে যাচ্ছে৷ এখানেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাফল্যের চাবিকাঠি হয়ে উঠেছে৷ একই সঙ্গে জনদরদী সমাজসেবী মানুষের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে অনেকখানি সৌভাগ্যের বিষয় হয়ে উঠেছে৷ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সফল করার জন্য বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা গুলি যদি সরিয়ে ফেলা যায়, তাহলে তা অবশ্যই সফল হয়ে উঠবে৷ বিভিন্ন সমস্যা

মোকাবিলা করা সম্ভব হবে৷ স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা যত আসবে, ততই এই পরিকল্পনা আর ও সফল হবে বলে মনে করা যায়৷

আলোচনায় সমাপ্তি টানার আগে বলতে হয়,"১৯২২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শ্রীনিকেতনের পল্লিপুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়৷ কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমাজ-উন্নয়ন, বিশেষ করে পল্লিউন্নয়নের প্রয়াস শুরু হয় এর অনেক আগে, তাঁর নিজের পারিবারিক জমিদারি এলাকায়৷ পরাধীন ভারতবর্ষে শ্রীনিকেতনের মতো সমাজজীবনের সামগ্রিক উন্নয়নের এইরকম প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত বিরল, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষেও সরকারি ছত্রছায়ার বাইরে সমাজজীবনের এইরকম সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের প্রচেষ্টার উদাহরণ খুব কম আছে৷ রবীন্দ্রনাথের সমকালীন সময়ে পল্লিউন্নয়নের

দুটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল-১৮৯০ সালে বারোদার মহারাজা সায়াজি রাওয়ের গ্রাম-পুনর্গঠনের কাজ ও ১৯২১ সালে স্পেনসার হাচের মাদ্রাজের ত্রিভাঙ্কুর জেলায় 'মারতানাদাম' প্রকল্প৷ কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গ্রাম-পুনর্গঠনের কাজ ছিল সমস্ত দিক থেকে এইসব প্রকল্পের থেকে ভিন্ন৷' স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে শ্রীনিকেতনের এই প্রয়াস ভারতের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছিল৷ ১৯৫২ সালের ২ অক্টোবর থেকে ভারতবর্ষব্যাপী গ্রামোন্নয়নের কাজ শুরু হয়৷ এই প্রচেষ্টা অনেকটাই শ্রীনিকেতনের কাজের অনুসরণে করা হয়৷ বলা বাহুল্য, পল্লিউন্নয়নের এই বিপুল কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ সরকারি ব্যয়ে সংঘটিত হয়ে আসছে যদিও তার রূপ পালটেছে৷ কিন্তু সমাজের যে সামগ্রিক উন্নয়নের ভাবনা রবীন্দ্রনাথের ছিল তা সুদূরপরাহতই রয়ে গেছে৷"৭

প্রসঙ্গটি কেবলমাত্র বীরভূম জেলার জন্য নয়, শ্রীনিকেতন ভাবনার জন্য নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য৷ বর্ধমান তার ব্যত্যয় হবে না৷ এ কথা মনে রাখতে হবে যে,বর্ধমান জেলার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামীণ জনজীবনকে সার্বিক প্রগতি ও উন্নয়ন দিতে অপরিহার্য স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে৷এটি কেবলমাত্র প্রশাসনিক কাঠামো নয়, বরং গণতান্ত্রিক চর্চার একটি বিদ্যালয় হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে৷ মহাত্মা গান্ধীর বাণীটি এখানে স্মরণীয় "গ্রাম স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হলেই প্রকৃত স্বাধীনতা সম্ভব৷"৮

এই আদর্শকে পাথেয় করে বর্ধমান জেলার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামীণ সমাজকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে প্রশস্ত পথ দেখাচ্ছে৷ দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে৷ স্থানীয় স্তরে জনসম্পৃক্ততা, উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন এবং স্বশাসনের চর্চা সুনিশ্চিত করায় এই নীতি ও কর্মসূচি দেশের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে৷ যা আগামীদিনেও ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হবে বলে জোরালো দাবি করা যায়৷

তথ্যসূত্র (Bibliography)

১.গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ- 'Harijan', Navajivan Publishing House

২. মহাপাত্র, সাত্বিকা, মিডিয়াম, ইন্টারনেট সংস্করণ,৪ অক্টোবর,২০২১

৩. ভারতীয় সংবিধান - ৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আইন, ১৯৯২

৪. তদেব

৫. পশ্চিমবঙ্গ সরকার - Panchayati Raj Department, Purba Bardhaman District Records

৬. লিঙ্কন আব্রাহাম, 'The Gettysburg Address' বক্তৃতা, ১৯ নভেম্বর ১৮৬৩

৭. সিংহ, দীক্ষিত, 'রবীন্দ্রনাথের পল্লীপুনর্গঠন প্রয়াস', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০ মে ২০১০

৮. Gandhi, Mahatma, 'Hind Swaraj', ১৯০৯, Navajivan Publishing House, Ahmedabad.